সংবাদ

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

□ সিলেকশন গ্রেড □ টাইমস্কেল বাতিল

শিক্ষক চিকিৎসক প্রকৌশল ক্যাডারের প্রত্যাখ্যান

□ আমলাবান্ধব পে-স্কেল হিসেবে অভিহিত □ আন্দোলনের প্রস্তুতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার ও প্রকৌশল ক্যাডারসহ বিভিন্ন ক্যাডারকে বঞ্চিত করে আমলাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে অষ্টম বেতন কাঠামো (পে-স্কেল) অনুমোদন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তাদের মতে, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিল করায় প্রশাসন ক্যাডার (আমলা) সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবে। মূলত প্রশাসন ক্যাডারকে প্রাধান্য দিয়েই 'অষ্টম পে-স্কেল' মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তাদের মতে এটা 'আমলাবান্ধব' পে-স্কেল।' মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত পে-স্কেলে টাইমস্কেল বাতিল করায় দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান আন্দোলনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি'র মহাসচিব প্রফেসর ড. এএসএম মাকসুদ কামাল গতকাল সংবাদকে বলেন, 'মন্ত্রিসভায় যে টাইমস্কেল ঘোষণা করা হয়েছে, সেটার বিষয়ে আমরা পরিষ্কার নয়। কারণ একদিকে বলা হয়েছে, টাইমস্কেল বাতিল। আবার বলা হচ্ছে-সপ্তম স্কেলের সুবিধা বহাল থাকবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা সিনিয়র সচিবের মর্যাদা প্রত্যাশা করেছিলাম, সেটি ঘোষণায় আসেনি। এসব কারণে প্রতি রোববার তিন ঘণ্টা (সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত) আমাদের কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।'

শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার গতকাল সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় ১৫ হাজার সদস্য এই পে-স্কেল প্রত্যাখ্যান করেছে। টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিল করে আমলাবান্ধব পে-স্কেল পাস করেছে মন্ত্রিসভা।'

টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বহালের দাবিতে খুব শীঘ্রই আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার কথা জানিয়ে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, 'এই সুবিধা বাতিল করে শিক্ষা ক্যাডারকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর স্তরে নামিয়ে ফেলা হয়েছে। এটা শিক্ষকদের জন্য চরম অবমাননাকর।'

এ বিষয়ে 'ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ'র (আইইবি) সাধারণ

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষক : চিকিৎসক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদক প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউম সংবাদকে বলেন, 'মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত পে-স্কেলে টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড থাকা উচিৎ ছিল। দু'তিনটি ক্যাডার ছাড়া অন্যান্য ক্যাডারের সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা কমিয়ে প্রশাসন ক্যাডারের অধিকার বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা সমিতির সভা আহ্বান করে শীঘ্রই বৈষম্যমূলক পে-স্কেলের বিরুদ্ধে কর্মসূচি ঘোষণা করব।'

সিলেকশন গ্রেড বাতিলের কারণ

প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ক্যাডার সমিতির নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সিলেকশন গ্রেড বাতিলের মূল কারণ হলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ৫০টি শীর্ষস্থানীয় পদকে পর্যায়ক্রমে প্রশাসন ক্যাডারের অধীনে নেয়া। এসব পদের অধিকাংশেই সিলেকশন গ্রেড পাওয়া সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কর্মকর্তারা দায়িত্বপালন করছেন। সিলেকশন গ্রেড বন্ধ হলে শীর্ষস্থানীয় এসব পদে আমলা ছাড়া আর কেউ পদায়ন পাওয়ার সুযোগ পাবে না।

২০১৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ৩০টি শীর্ষ পদকে গ্রেড-১ এবং ২০টি পদকে গ্রেড-২ তে উন্নীত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রশাসনে গ্রেড-১ সচিব এবং গ্রেড-২ অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার পদ।

এ বিষয়ে একটি সংস্থার প্রধান প্রকৌশলী নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'আমলারা দীর্ঘমেয়াদি চক্রান্তের মাধ্যমে আমাদের শীর্ষস্থানীয় পদ দখল করতে চায়। সিলেকশন গ্রেড বন্ধ করে আমাদের পদে আমাদেরই অযোগ্য করতে চায়। এটা হতে দেব না।'

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপক ও সচিবরা একই স্কেলে (গ্রেড-১) বেতন পান। আর শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপকরা গ্রেড-৪ ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের অধ্যাপকরা গ্রেড-৩ অনুযায়ী বেতনভাতা ও সুবিধা পান। তবে সিলেকশন গ্রেড পেলে শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপকরা গ্রেড-৩ ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের অধ্যাপকরা গ্রেড-২ তে উন্নীত হতে পারেন। কিন্তু সিলেকশন গ্রেড বাতিল হলে তাদের 'গ্রেডে'র উন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিম উল্লাহ খন্দকার বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সিলেকশন গ্রেড বহাল রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি সিলেকশন গ্রেড রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কথা রাখেননি। এটি বাতিলের ফলে শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা কমার পাশাপাশি সম্মানও কমবে, যা জাতির জন্য সুখকর হবে না।'

প্রস্তাবিত অষ্টম বেতন কাঠামোয় সিলেকশন গ্রেড বাতিল করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপকরা, যারা বর্তমান ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স-এ ১৯তম ধাপে সরকারের অতিরিক্ত সচিবদের সমমর্যাদায় ছিলেন, সে পদের বিলুপ্তি ঘটলে জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের অবস্থান ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স থেকে মুছে যাবে। সিনিয়র অধ্যাপক অঘোষিতভাবে যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তাদের কাতারে চলে আসবেন। এতে তারা বেতন ও সম্মান দুদিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন। অন্যদিকে 'সিনিয়র সচিব' ও 'দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব' নামে নতুন দুটি পদ প্রস্তাবিত বেতন স্কেলে যোগ হওয়াতে সিনিয়র অধ্যাপকের ওপরে প্রশাসন ক্যাডারের আরও ৫টি উচ্চতর ধাপ সৃষ্টি হবে। এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদমানক্রম বা মর্যাদা আমলাদের নিচে নামবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিয়ম অনুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত অধ্যাপক পদের এক-চতুর্থাংশ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক সিলেকশন গ্রেড পান, যাদের মোট চাকরিকাল কমপক্ষে ২০ বছর। এর মধ্যে অধ্যাপক হিসেবে কমপক্ষে পাঁচ বছর এবং বর্তমান সপ্তম বেতন স্কেলে ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা মূল বেতনে কমপক্ষে এক বছর চাকরিকাল আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপক সিলেকশন গ্রেড না পেয়েই অবসরে যান।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য গতকাল নতুন পে-স্কেল অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। এই স্কেলে সর্বোচ্চ মূল বেতন ৭৮ হাজার টাকা (নির্ধারিত) আর সর্বনিম্ন মূল বেতন হবে আট হাজার ২৫০ টাকা। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে নতুন পে-স্কেল কার্যকর হবে। এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকরাও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন বেতন স্কেল অনুমোদন করা হয়। এর আগে ২০০৯ সালে সর্বশেষ বেতন স্কেল দেয়া হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া সাংবাদিকদের বলেন, নতুন পে-স্কেলে ২০০৯ সালের স্কেলের মতোই ২০টি গ্রেড থাকবে।

তিনি জানান, নতুন বেতন স্কেলে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাদ দেয়া হয়েছে তবে তাদের মূল বেতনের ওপর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ২০ থেকে ষষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হবে মূল বেতনের ৫ শতাংশ। পঞ্চম গ্রেডে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হবে সাড়ে ৪ শতাংশ। তিন ও চার নম্বর গ্রেডে প্রবৃদ্ধি হবে ৪ শতাংশ। গ্রেড দুই-এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। তবে এক নম্বর গ্রেডে কোন প্রবৃদ্ধি হবে না বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

টাইমস্কেল

সাধারণত যেসব চাকরিজীবী ১৫ বছরেও কোন কারণে পদোন্নতি পায় না সে ক্ষেত্রে তারা ৮ বছর পর ১টি, ১২ বছর পর ১টি এবং ১৫ বছর পর আরও ১টি করে মোট ৩টি টাইমস্কেল পেয়ে থাকেন। প্রতিটি টাইমস্কেল পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট চাকরিজীবীর বেতন স্কেল এক ধাপ ওপরে উন্নীত হয়, টাইমস্কেল নামে পরিচিত। এতে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি না পেলেও আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। বিশেষ করে সরকারি চাকরির ৬৫ শতাংশই ব্লকপোস্ট রয়েছে, যাদের পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ নেই। তারাই মূলত এর সুবিধাভোগী। ১৯৮১ সালে ক্যাডার সার্ভিসে টাইমস্কেল এবং ১৯৮৩ সালে তা নন-ক্যাডার পদে চালু হয়।

সিলেকশন গ্রেড

পদ না থাকা বা অন্য কোন কারণে একই স্কেলে সন্তোষজনকভাবে দীর্ঘদিন চাকরির পরও যারা পদোন্নতি পান না তাদের মধ্যে নির্বাচিত কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কিছু শর্তসাপেক্ষে উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতি সিলেকশন গ্রেড।